দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 DEC 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

৪৫

48

একটি জরিপ রিপোর্ট

রাজধানী ঢাকার বেশীর ভাগ স্কুলে ঠিকমত ক্লাস হয় না। শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানো বাদ দিয়া প্রাইভেট পড়ার পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই তথ্য একটি জরিপ রিপোর্টের। ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে জরিপ চালাইয়া একটি প্রতিষ্ঠান এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষকরা সময় সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীর কাজ দেয়। কিন্তু ঐ কাজ করিয়া আনার পর আর দেখা হয় না। এক প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা জানায় যে, কোন বছরই সিলেবাস শেষ হয় না। অর্ধেক, বড়জোর তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পড়ানো হয়। কিন্তু প্রশ্ন করা হয় গোটা সিলেবাসের ভিত্তিতে। শিক্ষার্থীরা ইহাকে অযৌক্তিক ও তাহাদের প্রতি অবিচার বলিয়া অভিহিত করে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষা সম্পর্কে হেন অভিযোগ নতুন নয়। কেবল ঢাকা শহরেরও নয়। গোটা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থাই কম-বেশী এক রকম। আগে এই অভিযোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বলা হইত, সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের অবহেলা একটি ক্রনিক ব্যাধি। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে তাহারা আসে এবং শেষ ক্লাস গ্রহণ না করিয়াই নানা ছুতা তুলিয়া চলিয়া যায়। ইহার মূল্য দিতে হয় প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থী এবং চূড়ান্তভাবে জাতিকে। কেননা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক তথা শিক্ষার উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। উপযুক্ত শিক্ষা-বঞ্চিত শিক্ষার্থী নিজে যেমন জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে না—তেমনি যোগ্য নাগরিকের অভাবে দেশ হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর জ্ঞান-স্পৃহা জাগ্রত করা। কোন শিক্ষকই শিক্ষা 'দান' করিতে পারেন না। ইহা দান-খয়রাতের বিষয় নয়। তিনি পারেন তাঁহার সুপ্ত স্পৃহা জাগ্রত করিয়া তুলিতে। যিনি এই কাজ করিতে সক্ষম হন তিনিই আদর্শ শিক্ষক। সাবেক আমলে কোন শিক্ষার্থীরই প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন পড়িত না। স্কুলে পাঠ্যসূচী একবারের জায়গায় ক্ষেত্রভেদে দুইবার শেষ করা হইত। মেধাবী ও আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসের অবসর সময়ে অথবা ছুটির দিন বাসায় যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। বিনা-পারিশ্রমিকে তাহাদের বিভিন্ন বিষয় দেখাইয়া দেওয়া হইত। এখন উহা স্মৃতি মাত্র। ইহার একটি কারণ, জীবনের দাবী এবং অন্যটি বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি। জীবন এত কষ্টকর যে, প্রাপ্ত বেতন-ভাতা দিয়া শিক্ষকদের ভদ্রস্থ দিন-যাপন করা সম্ভব হয় না। ঠিকাদারী-উমেদারী করাও সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হইয়াই বিকল্প আয় হিসাবে প্রাইভেট টিউশনীর উপর নির্ভর করিতে হয়। খুলিতে হয় গুরু-গৃহ। পক্ষান্তরে, এক শ্রেণীর শিক্ষক বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির অধিকারী। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সম্পর্ক ভুলিয়া বিলাসী জীবন-বোধের তাড়নায় তাঁহারা এই পথে পা বাড়ান। সকাল ও সন্ধ্যার-ব্যাচ হিসাবে বিশ-ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো হয়। ইহার ধকল সহ্য করিতে হয় অভিভাবকদের। অভিভাবকরা প্রাইভেট পড়াইতে বাধ্য হন। কোন কোন সময় ইংরাজীর জন্য একজন, অংকের জন্য একজন এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য আর একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করিতে হয়। হাজার টাকার কম কাউকে দেওয়া সম্ভব হয় না। এত অর্থ ব্যয় করার সাধ্য যেসব অভিভাবকের নাই তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

জীবন-যাত্রার উচ্চ ব্যয়ের বাজারে শিক্ষকদের একতরফা দোষ দিয়া লাভ নাই। পেশার মহত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাও বৃথা। পেটে যাহার ক্ষুধার আগুন কোন নীতি-বাক্যই তাহার কাছে অমৃত নয়। তবু নূতন ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশের কথা ভাবিয়া শিক্ষকদের স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। বলিতে হয় যে, মহৎ সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের অন্য যাহা কিছু হউক বিলাসী জীবনের অভিলাষী হইয়া পেশার মহত্বে কালিমা লেপন করা সাজে না।